EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ভিএডিএম স্কট এইচ. সুইফট
সিএআরএটি বাংলাদেশ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

চট্টগ্রাম
১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১২

শুভ অপরাহ্ন এবং বাংলাদেশে দ্বিতীয় বার্ষিক সমুদ্রপথ প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ অনুশীলনী সহযোগিতার উদ্বোধনীতে আপনাদের স্বাগতম। এই অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে আমরা আমাদের দু' দেশের নৌবাহিনীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বিনিময় উদযাপন করছি এবং এ থেকে আমরা এটাও বুঝতে পারি যে আমাদের মধ্যকার নিরাপত্তা সম্পর্ক যে ক্রমবর্ধমান।

আমি রিয়ার অ্যাডমিরাল হাবিব ও রিয়ার অ্যাডমিরাল কার্নি এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের অংশগ্রহণকারীদের সিএআরএটি ২০১২-তে বিশেষ করে স্বাগতম জানাতে চাই।

আগামী আট দিন ব্যাপী সিএআরএটি সমুদ্র ও স্থল উভয় স্থানে আন্তঃপরিচালনা প্রক্রিয়া উন্নয়নের সুযোগ করে দিবে, তথ্য বিনিময় করবে এবং সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করবে। নৌবাহিনীদ্বয়ের মধ্যে এই সংযোগ অত্যন্ত মূল্যবান এবং এটা উভয়পক্ষকে একই নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলোর সঙ্গে মোকাবেলা করতে আরো সুবিধাজনক অবস্থানে উন্নীত করবে।

সমুদসীমার নিরাপত্তা এবং দুর্যোগপরবর্তী মানবিক সহায়তাজনিত সাড়া -- এ দুটো বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্যতম। প্রথমটি হলো এই অঞ্চলের সকল রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন ব্যক্তিবর্গ ও পণ্যের স্বাধীন পরিবহনের জন্য সমুদ্র যোগাযোগ পথগুলো খোলা রাখা। এক্ষেত্রে নৌবাহিনীর সর্বাধিক গুরুত্ব হলো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং চরমপন্থা, জলদস্যুতা ও চোরাচালানের প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

আর দিত্বীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে আমাদের খাপ খাওয়ানো এবং সেগুলোর প্রতি সাড়া দেয়ার লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তুতি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অন্য যে কোন দেশের চাইতে এখানে যার প্রবণতা বেশি।

এই চ্যালেঞ্জগুলোর সঙ্গে আমাদের মোকাবেলা করার সামর্থ্য বৈশ্বিক শান্তি ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।

গতকাল ঢাকায় আমি নৌবাহিনীর প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল জহির উদ্দিন আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমরা দক্ষিণ এশিয়ার সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশের নৌবাহিনীর বির্বতনমূখী গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বমূলক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করি। দক্ষিণ এশিয়া এমন একটি অঞ্চল যেখানে বঙ্গোপসাগর ও পদ্মা নদীর ফলে উৎপন্ন ব-দ্বীপের মিলনের ফলে সমুদ্রপথের উৎপত্তি হয়েছে যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য অপরিহার্য।

এই ভূমিকা পুরোপুরি পালন করা কোনো সহজ কাজ নয়। বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রসীমা সীমান্তজনিত প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে জলদস্যূ ও অবৈধ মাছ ধরা পর্যন্ত অনেক ধরনের নিরাপত্তাজনিত চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। আরো অভ্যন্তরের দিকে এগিয়ে গেলে পদ্মা নদী সংলগ্ন জনবহুল ব-দ্বীপে বন্যার হার বিবেচনায় বিশ্বের সর্বাধিক বন্যার হারবিশিষ্ট এলাকার মধ্যে অন্যতম।

সহিংস চরমপন্থা মোকাবেলা, সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ ও সমুদ্রসীমা সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য রক্ষায় বাংলাদেশ তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে কাজ করেছে। তথ্য বিনিময় উন্নয়ন ও সমুদ্রসীমা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রচেষ্টাসমূহ চলমান রয়েছে।

আমি আগেও বলেছি, জলদস্যুতার হুমকি একটি সার্বক্ষণিক আশঙ্কা তবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ডের টহলের অব্যাহত প্রচেষ্টার কারণে জলদস্যূতা চট্টগ্রাম বন্দরের সীমানা থেকে বিতাড়িত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। নতুন টহলকারী তরী সংগ্রহের ফলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আইন প্রণয়নের সামর্থ্য বৃদ্ধি হওয়া অব্যাহত রয়েছে। এই নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্ধৃতিসমূহ টেকসই উপায়ে মৎস্যজাত কর্মকান্ড ও সমুদ্রে গ্যাস উত্তোলন সরঞ্জামের নিরাপদ পরিচালনা নিশ্চিত করেছে এবং হাইড্রোগ্রাফিক সমীক্ষা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী ড্রেজিং প্রচেষ্টায় সহায়তা করেছে। এর সার্বিক ফলাফল হলো বাংলাদেশে সমুদ্রপথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ধারায় প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এই মর্মে "সিএআরএটি"র মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য হলো এমন একটি অনুশীলন সঞ্চালন করা যা উভয়পক্ষের জন্য লাভজনক হবে এবং যা সমুদ্রসীমা নিরাপত্তার জন্য বিশেষ সামর্থ্য বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করবে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড ও বিশেষ বাহিনী যেমন নৌবাহিনীর বিশেষ যুদ্ধ ও ডুবুরি উদ্ধার বাহিনী (এসডাব্লুএডিএস) অত্যন্ত উন্নত সরঞ্জামসম্পন্ন ও অত্যন্ত উচ্চ সামর্থ্যবিশিষ্ট সংস্থা। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত স্বার্থকে বিভিন্ন প্রকার সহজাত ও অপ্রতিসাম্য চ্যালেঞ্জ থেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় সেটা তাদের অফিসারগণ ও নিবন্ধিত সদস্যগণ খুব ভালোভাবে জানেন।

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

"সিএআরএটি"র মাধ্যমে আমরা আমাদের দুই নৌবাহিনীর মধ্যে বর্ধমান সম্পর্ককে "সিএআরএটি"র অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আরো শক্তিশালী করতে এসেছি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে "সিএআরএটি"র লক্ষ্য হলো সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত পেশাদারদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা এবং শ্রেষ্ঠ চর্চাগুলো বিনিময়ের সুযোগ করে দেয়া। এই অনুশীলন আমাদের বিদ্যমান দক্ষতাসমূহকে সহযোগিতামূলক কার্যপদ্ধতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং বাস্তব ঘটনাসমূহের সময় ও যেসব দুর্যোগে আমাদের দুই নৌবাহিনীকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে তখন আমাদের সাড়া দেয়ার প্রস্তুতি বৃদ্ধি করতে কাজ করে।

প্রকৃতপক্ষে, ২০১১ সালের উদ্বোধনী "সিএআরএটি" অনুশীলন একটি উচ্চাভিলাষী ও জটিল অনুশীলন ছিলো যা স্থল ও সমুদ্রে আমাদের বাহিনীগুলোকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে বাধ্য করে। স্বাভাবিকভাবেই, এই বছরের অনুশীলনটি আরো জটিল। এই অনুশীলনে সমুদ্রে আরো দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা হবে এবং একটি সী-রাইডার বিনিময় কর্মসূচি, সমুদ্রজাহাজে হেলিকপ্টার কার্যপরিচালনা ও সাক্ষাৎ, বোর্ড করা, সন্ধান ও বাজেয়াপ্তসংক্রান্ত বিবর্তন বিষয়েও চর্চা করা হবে। স্থলেও বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিনিময়, একটি চিকিৎসাসেবা সিম্পোজিয়াম, একটি সামরিক অধিবেশন ও আইন অধিবেশন সহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

সিএআরএটি একটি সামরিক অনুশীলনী হলেও, এটা চট্টগ্রামে নাগরিকদের সঙ্গে আমাদের নাবিকদের সংযোগ গড়ে তোলারও একটি সুযোগ যা আমরা আশার আলো স্কুল নামক প্রতিবন্ধী শিশুদের একটি স্কুল পরিদর্শনের মাধ্যমে লক্ষ্য করতে পেরেছি।

এই বিবর্তনে সহায়তা করে সিএআরএটি আমাদের নৌবাহিনীদের আন্তঃকার্যপ্রক্রিয়ায় নতুন কৌশল শিখতে সহায়তা করবে এবং আরো শক্তিশালী সমুদ্রসীমা সংশ্লিষ্ট অংশীদারিত্ব গড়তে সাহায্য করবে। প্রতিবছর এই অনুশীলনকে আরো নতুন উচ্চতায় উত্তীর্ণ করে আমরা আমাদের নিরাপত্তা অংশীদারিত্বকে আরো গভীর করে তুলবো।

আমাদের বাংলাদেশী নৌবাহিনী মিত্রদের ও চট্টগ্রামের সুহৃদ জনগণের উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপানাদের প্রত্যেকের প্রতি আমি গভীর ধন্যবাদ জানাই এবং এই অনুশীলনের সাফল্যের জন্য জানাই শুভেচ্ছা।

==========